দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... OCT 12 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি হাই কোর্টের রুল

মাদ্রাসার অনুমোদন বাতিলের নোটিশ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তার কারণ দর্শাও

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাসসির হোসেন এবং বিচারপতি বি কে দাসকে নিয়ে গঠিত হাই কোর্ট ডিভিশনের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ফাজিল ও আলিম মান পর্যন্ত মাদ্রাসার অনুমোদন বাতিলের নোটিশ এবং শিক্ষকদের মাসিক বেতন পরিশোধ স্থগিত রাখার নির্দেশ আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়া দেয়া হয়েছে এবং কেন তা অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র - সহকারী সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের উপর রুল ইস্যু করেছে।

পাথারিয়া গ্যাংকুল মনসুরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা এবং তার প্রিন্সিপ্যালের পক্ষ থেকে গত ৪ অক্টোবর হাই কোর্টে একটি রীট আবেদন পেশ করা হলে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই রুল ইস্যু করে। আদালত শিক্ষা বোর্ডের নোটিশের কার্যকারিতা ৩ মাসের জন্য স্থগিত রাখারও নির্দেশ দেয়।

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক আবেদনকারীদের পক্ষে রীট আবেদন পেশ করেন। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দেয়া অনুমোদন বাতিলের কোন অধিকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেই। তিনি আরো যুক্তি দেখিয়ে বলেন, পূর্বে নোটিশ প্রদান না করে অনুমোদন বাতিল করা আবেদনকারীর মৌলিক অধিকারের লংঘন। অথচ সংবিধান এবং স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের মূল নীতির মধ্যে আবেদনকারীর মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এ মামলায় ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাককে সহায়তা করেন এডভোকেট শফিউল আলম মাহমুদ এবং এডভোকেট মোহাম্মদ হোসেন।

ইতিপূর্বে সরকার সারাদেশে অনেক মাদ্রাসার অনুমোদন বাতিল করেছে।